সংযোগ
Shongjog

এই বুলেটিনটি কোভিড-১৯ মহামারিতে আক্রান্ত বাংলাদেশের নানা শ্রেণী পেশার মানুষের মতামতের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। যার লক্ষ্য হলো, মানুষের ধারণা, আশঙ্কা এবং উদ্বেগগুলোর একটি সারসংক্ষেপ তৈরি করা, যাতে স্বাস্থ্য এবং মানবিক সংগঠন বা সংস্থাগুলো, মানুষের প্রয়োজন মাথায় রেখে সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারে এবং তা বাস্তবায়নে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

করোনাকথা

বৈশ্বিক কোভিড-১৯ মহামারিতে জনগোষ্ঠী থেকে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ০৫ জুলাই ২৬, ২০২০

বুলেটিনের তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রকাশনায় আমাদের সাথে যৌথভাবে কাজ করতে চান এমন সংস্থাগুলোর সাথে কাজ করতে আমরা আগ্রহী। আমাদের কাজের সাথে যুক্ত হতে চাইলে বা নানা মাধ্যম থেকে পাওয়া মতামতগুলো আমাদের সাথে শেয়ার করতে চাইলে, দয়া করে mahmuda.hoque@bd.bbcmediaaction.org – এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

কয়েকটি জেলায় সাম্প্রতিক বন্যা মানুষের ভোগান্তি আরও বাড়িয়েছে

কমিউনিটির কাছ থেকে পাওয়া মতামত থেকে বোঝা যাচ্ছে, লকডাউনের কারণে মানুষের আয়-রোজগার এবং খাদ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলো সাম্প্রতিক বন্যায় আরও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। গাইবান্ধা জেলার মানুষজন জানিয়েছেন তাদের জমিতে রোপণ করা শাকসবজি তাদের আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস ছিল; এবং নিজেদের উৎপাদিত এই ফসল সাধারণত তাদের খাবারের খরচকে অনেকাংশেই কমিয়ে আনতো। জনগণের মতামত থেকে জানা যাচ্ছে, বেশিরভাগ ক্ষেত বন্যার পানিতে তলিয়ে যাওয়ায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সবজি চাষী ও তাদের পরিবারের মানুষজন জানিয়েছেন, ভবিষ্যতে কীভাবে দৈনন্দিন প্রয়োজন ও খাবারের খরচ মেটাবেন তা তারা বুঝতে পারছেন না।

কুড়িগ্রাম জেলায় নারী-প্রধান পরিবারের নারীরা, এই বন্যা পরিস্থিতিতে তাদের পরিবারের কোনো আয়-রোজগার না থাকার কারণে কীভাবে তারা ত্রাণ সহায়তা পেতে পারেন তা জানতে চেয়েছেন। তাদের মতে, বছরের এই সময়টিতে তারা সাধারণত বিভিন্ন বাড়িতে গৃহস্থালি কাজ করার বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করত। কিন্তু বন্যার কারণে, বর্তমানে কেউ তাদের কাজ দিতে রাজি হচ্ছে না।

> কুড়িগ্রাম ও সুনামগঞ্জের মানুষজন আশ্রয়কেন্দ্র বা স্কুলে যাওয়ার পরিবর্তে বাড়িতে থাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন, কারণ সেখানে গেলে তারা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে পারবেন না...

কুড়িগ্রামের মানুষজন থেকে পাওয়া মতামতগুলো থেকে আরও জানা গেছে, বন্যাকবলিত অঞ্চলগুলোতে নারীদের প্রতি সহিংসতা বেড়েছে। নারীরা বলেছেন, আয়-রোজগার না থাকায় তাদের স্বামীরা সবসময় বিরক্ত থাকেন। যখন স্ত্রীরা পরিবার এবং শিশুদের জন্য খাবার বা অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের কথা বলেন, স্বামীরা হিংসাত্মক প্রতিক্রিয়া দেখান। অনেক ক্ষেত্রে, নারীরা শারীরিকভাবে নির্যাতনেরও শিকার হয়েছেন।

এছাড়াও বিভিন্ন মতামত থেকে জানা গেছে বন্যাকবলিত এলাকার নলকূপগুলো বন্যার পানিতে তলিয়ে যাওয়ার, মানুষজন নিরাপদ খাবার পানির সংকটে ভুগছেন। কয়েকজন নারী এটাও জানিয়েছেন, নলকূপগুলো ব্যবহার উপযোগি না হওয়ায়, তারা নিজেদের হাত ধোয়ার কাজটিও নিয়মিতভাবে করতে পারছেন না। ফলে পরিবারের বড়রা এবং শিশুরা নিজেদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হিমশিম খাচ্ছে। এতে করে শিশুরা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে আছে বলে মানুষজন তাদের দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছেন। নারীরা তাদের সন্তানদের বন্যার পানির কারণে ঠাণ্ডা লাগা ও জ্বর হওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

কুড়িগ্রাম ও সুনামগঞ্জের মানুষজন বর্তমান বন্যা পরিস্থিতিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার বিষয়ে তাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছেন। তারা বলেছেন, আশ্রয়কেন্দ্র বা স্কুলে (যেগুলো ইতিমধ্যে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে) যাওয়ার পরিবর্তে বাড়িতে থাকতেই বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন। কারণ হিসেবে তারা বলেছেন, এসব জায়গায় বিভিন্ন ধরনের মানুষ ভিড় করেছে। তারা ভয় পাচ্ছিলেন সেখানে গেলে তারা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে পারবেন না এবং আশ্রয়কেন্দ্রে থাকা অন্যদের কাছ থেকে করোনাভাইরাস দ্বারা সংক্রমিত হতে পারেন। তারা আরও জানিয়েছেন, বন্যার কারণে পরিবারের সবাই মিলে গাদাগাদি করে উঁচু মাচায় থাকার ফলে তাদের পক্ষে বাড়িতেও সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে সমস্যা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে করোনভাইরাস থেকে বাঁচতে কী করা যেতে পারে সেটি তারা জানতে চেয়েছেন।

কিছু মানুষ তাদের পেশা পরিবর্তনের বিষয়ে ভাবছে, অন্যরা উদ্বিগ্ন ভবিষ্যৎ জীবিকা নিয়ে

সুনামগঞ্জ জেলার নাপিতরা জানিয়েছেন, কোনো আয় না থাকায় তারা লকডাউনের সময়টাতে বেঁচে থাকার তাগিদে নিজেদের সঞ্চয়ের পুরোটাই শেষ করে ফেলেছেন।। লকডাউন শিথিল হওয়ার পরে দোকান খুললেও, তারা বলেছেন যে গ্রাহকের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। ফলস্বরূপ, নিজেদের থাকার ঘর এবং দোকানগুলোর ভাড়া দেওয়ার মতো যথেষ্ট উপার্জন করতে পারছেন না। ফলে তারা বর্তমান পেশা ছেড়ে গ্রামে ফিরে যাওয়ার কথা ভাবছেন। সেখানে গেলে তারা হয়তো পুকুরে মাছের চাষ শুরু করতে পারবেন এমনটা জানিয়েছেন। সাতক্ষীরার আম ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, এ বছর তারা আম রফতানি বা কোনও লাভ করতে না পারায় পরের বছর থেকে তাদের ব্যবসা পরিবর্তন করার কথা ভাবছেন। একই এলাকার চিংড়ি ব্যবসায়ীরা জানতে চেয়েছেন আন্তর্জাতিক বাজার আবার কবে থেকে চালু হবে, যাতে তারা তাদের পণ্য রফতানি শুরু করতে পারেন।

সাতক্ষীরার কৃষক ও দিনমজুররা কীভাবে অর্থ উপার্জন করবেন এবং বর্ষার পরে পরিবারকে কী খাওয়াবেন তা নিয়ে উদ্বিগ্ন...

সাতক্ষীরার কৃষক ও দিনমজুররা বলেছেন, তারা কীভাবে অর্থ উপার্জন করবেন এবং বর্ষার পরে (আগস্ট-সেপ্টেম্বর) তাদের পরিবারকে কী খাওয়াবেন তা নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন; কেননা তারা জানেন বর্ষার পর জলাবদ্ধতার কারণে তাদের এলাকায় কাজের সুযোগ কমে যাবে। তারা জানিয়েছেন বছরের এই সময়টিতে অর্থ উপার্জনের জন্য তারা সাধারণত অন্য জেলায় কাজ করতে যেতেন। কিন্তু চলমান মহামারীর কারণে এই বছর অন্যান্য জেলাগুলোতেও কর্মসংস্থানের সুযোগ কম পাওয়া যাবে বলে তারা আশঙ্কা করছেন। সেই সাথে এক জেলা থেকে অন্য জেলায় যাওয়াটাও অনেক কঠিন হবে বলে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ পেয়েছে।

যথাযথ স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ক উদ্বেগ

কমিউনিটির মতামত থেকে জানা যায় যে, সাধারণ এবং কোভিড-১৯ উভয় রোগীদের জন্যই হাসপাতালগুলোতে স্বাস্থ্যসেবার অভাব সম্পর্কে মানুষজন বেশ চিন্তিত। সুনামগঞ্জের মানুষজন জানিয়েছেন, উপজেলা ও সদর হাসপাতালে পর্যাপ্ত পরিমাণে অক্সিজেন সিলিন্ডার, নেবুলাইজার এবং টেস্টিং কিট নেই। তারা বলেছিলেন যে, যথাযথ চিকিৎসা সেবা পেতে তাদের সিলেটে যেতে হয়েছিল, এবং সিলেটের হাসপাতালগুলোতে সুপারিশ ছাড়া কোনো রোগী গ্রহণ করছিল না। তারা আরও জানিয়েছেন, টেলিভিশনে তারা দেখেছিলেন কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসা পাওয়ার জন্য বেশ বেগ পেতে হচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে হাসপাতালগুলো রোগী ভর্তি নিতে অস্বীকার করছে এবং রোগীদের ভর্তি করাতে আত্মীয়স্বজনদের এক হাসপাতাল থেকে অন্য হাসপাতালে ছুটতে হচ্ছে। প্রয়োজনের সময় হাসপাতালগুলোতে চিকিৎসা পাওয়া যাবে কিনা নাকি, চিকিৎসা সেবার সন্ধান করতে করতে রাস্তায়ই মারা যাবেন তা নিয়ে মানুষের ভিতর আশঙ্কা কাজ করছে।।

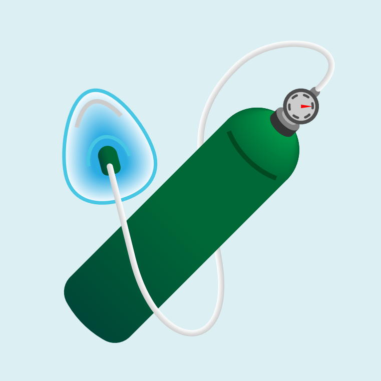

গাইবান্ধা ও সাতক্ষীরার মানুষজন উল্লেখ করেছেন যে তারা উপজেলা পর্যায়ে কোভিড-১৯ টেস্টিংয়ের সুবিধা চান, যাতে করে তাদের জেলা সদর হাসপাতাল পর্যন্ত যেতে না হয়। সাতক্ষীরার প্রত্যন্ত এলাকায় বাস করা তরুণরা উল্লেখ করেছেন, তাদের এলাকা থেকে সদরে পৌঁছানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে নৌকা; তাই রোগীদের চিকিৎসার জন্য মূল শহরে যেতে অসুবিধা হচ্ছে। এই সমস্যা লাঘবে তারা উপজেলা পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের জন্য কাজ করতে আগ্রহী বলে জানিয়েছেন। সেই সাথে প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংক্রমিত মানুষদের সদর হাসপাতালে না নিয়েও যাতে সহায়তা দেয়া সম্ভব হয়, সেজন্য কীভাবে অক্সিজেন সিলিন্ডার পরিচালনা করতে হয় সেটি তারা শিখতে চেয়েছেন।

সাতক্ষীরার প্রত্যন্ত এলাকায় বাস করা তরুণরা উপজেলা পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের জন্য কাজ করতে আগ্রহী

গাইবান্ধা জেলার গর্ভবতী নারীরা তাদের সন্তানদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা জানিয়েছেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো গর্ভবতী নারীদের নিয়মিত চেকআপ পরিষেবা সরবরাহ করছে না। সেই সাথে হাসপাতালের গেটের সামনে সন্তান প্রসব করার মতো সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনার কথাও তারা উল্লেখ করেছেন। বিলম্বিত প্রসবের কারণে সন্তানের মৃত্যু হয়েছে এমন মায়েদের কথা তারা শুনেছেন যা আসন্ন প্রসবের বিষয়ে তাদের আরও উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। তারা আরও আশঙ্কা করছেন যে প্রসবের সময় শরীরের উচ্চ তাপমাত্রা সাধারণ একটি বিষয় হলেও, স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো এই উচ্চ তাপমাত্রাকে কোভিড-১৯ এর উপসর্গ হিসেবে সন্দেহ করতে পারে, এবং গর্ভবতী নারীদের এই প্রসববেদনার সময়েও হাসপাতালে ভর্তি করতে রাজি নাও হতে পারে।

ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার মানুষের মতামত থেকে জানা গেছে, মানুষজন আশঙ্কা করছেন যে তারা জরুরি অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা নাও পেতে পারেন। লোকজন বলেছেন সেই ভয়েই তারা বাড়িতে অক্সিজেন সিলিন্ডার কিনেছেন। আবার যেসব পরিবারে হাঁপানির রোগী আছেন, তারা বিশেষত জানতে চেয়েছেন অক্সিজেন সিলিন্ডার কোথায় কিনতে পাওয়া যায়। আর যারা ইতিমধ্যেই অক্সিজেন সিলিন্ডার কিনে রেখেছেন, তারা কীভাবে ঘরে বসে সেটি পরিচালনা করবেন তা জানতে চেয়েছেন। এছাড়াও, লোকজন বাড়ির কাছাকাছি কোভিড-১৯ পরীক্ষার জন্য নমুনা সংগ্রহ করবে এবং নির্ভরযোগ্য ফলাফল দেবে এমন হাসপাতাল সম্পর্কে তাদের কাছে কোনো তথ্য নেই বলে জানিয়েছেন। সেই সাথে, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেখা কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হচ্ছে, এমন কিছু ওষুধের কার্যকারিতা সম্পর্কেও মানুষ নানান প্রশ্ন করেছেন। ঢাকা নগরীর কিছু মানুষ বলেছিলেন, তারা তাদের এলাকার ব্লাড ব্যাংকে যোগাযোগের নম্বর খুঁজছেন। অন্যদিকে কিছু মানুষ কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগীর জন্য রক্তের প্লাজমা খুঁজছিলেন।

শিশুদের মানসিক অবস্থা বাবা-মায়ের জন্য আরেকটি উদ্বেগের কারণ

কমিউনিটির মতামত থেকে জানা যায় যে পিতামাতারা তাদের সন্তানের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। গাইবান্ধা ও সুনামগঞ্জের শহরাঞ্চলে বসবাসরত অভিভাবকরা বলেছেন যে, লকডাউনের সময়ে তাদের সন্তানরা টেলিভিশন দেখে, ছবি এঁকে বা গান শিখে সময় পার করছিল। কিন্তু সময় যতো গড়িয়েছে ততোই তারা এই বিষয়গুলোতে আগ্রহ হারাচ্ছে। পিতামাতাদের মতামত অনুসারে, যে শিশুরা সপ্তম শ্রেণি বা তার নিচে পড়াশোনা করছে তারা বন্ধুদের সাথে দেখা করতে স্কুলে যেতে চায়, তবে করোনভাইরাস পরিস্থিতির কারণে সেটি সম্ভব হচ্ছে না। পিতামাতারা উল্লেখ করেছেন, তাদের শিশুরা স্কুলের পর বিকেলে মাঠে খেলত, তবে লকডাউনের কারণে গত চার মাসে তারা এটি করতে পারে নি। অভিভাবকরা আশঙ্কা করছেন যে বিনোদন এবং সামাজিকভাবে যোগাযোগের এই অভাব, তাদের সন্তানদের মানসিক অবস্থাকে প্রভাবিত করছে। তাদের মতে, শিশুরা আরও অশান্ত হয়ে উঠেছে এবং রেস্তোরাঁয় যাওয়া বা তাদের পছন্দসই খাবারের মতো বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জেদ করছে। গ্রামাঞ্চলে বসবাসরত অভিভাবকরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে তাদের শিশুরা স্কুলে যেতে পারছে না এবং পড়াশোনায় তারা পিছিয়ে পড়ছে। শিশুদের খাবারের অভাবের বিষয়েও গ্রামীণ অভিভাবকরা তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, তারা বলেছেন যে অনেক সময় অপর্যাপ্ত খাবার বা পছন্দের খাবার না পাওয়ায় সন্তানরা তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করছে।

ঢাকা নগরীতে বিভিন্ন পেশায় বাড়তে থাকা অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি, নগদ সহায়তা সম্পর্কিত চলমান উদ্বেগের অন্যতম কারণ

ঢাকা নগরীতে দৈনিক আয়ের উপর নির্ভরশীল এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ে জড়িত মানুষজন বলেছিলেন, জীবনধারণের জন্য দৈনন্দিন খরচ মেটাতে তাদের নগদ সহায়তার প্রয়োজন। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অসহায় মানুষ (যেমন: নাপিত, কসাই, ভিক্ষুক, তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ, রিকশাওয়ালা, দিনমজুর এবং ক্ষুদ্র দোকান ব্যবসায়ী) বলেছিলেন, তারা বিকাশ অ্যাকাউন্ট খোলার মাধ্যমে ডিজিটাল নগদ সহায়তায় তালিকাভুক্ত হয়েছেন। কিন্তু এই নগদ সহায়তা কবে পাওয়া যাবে সেটা নিয়ে তারা এখনো উদ্বিগ্ন। কিছু মানুষ মনে করছেন, তারা তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য হলেও, নগদ সহায়তার তালিকায় নিজেদের নাম লেখাতে পারেন নি। এছাড়াও, মানুষজন বলেছেন, বর্তমানে তাদের কোনো চাকরি নেই, তাই বেঁচে থাকার জন্য এই বেকারত্বের সময়টাতে তাদের ত্রাণ সহায়তার প্রয়োজন।

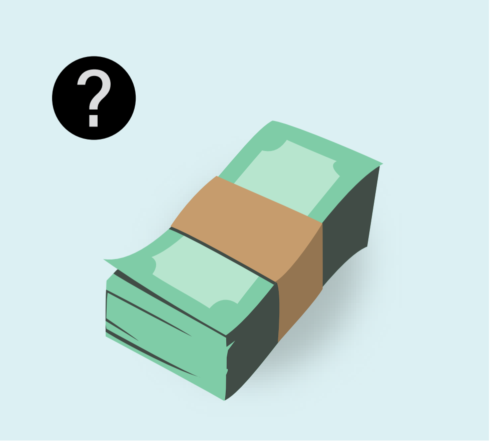

কুমিল্লা জেলার প্রতিবন্ধী নারীদের আশঙ্কা

কুমিল্লায় প্রতিবন্ধী নারীদের ভিতর যারা গর্ভবতী তারা জানিয়েছেন, এএনসি কার্ড পেতে তাদের অসুবিধা হচ্ছে। এই কার্ডটি তাদের নিয়মিত চেকআপ এবং সি-সেকশনের মতো প্রয়োজনীয় সেবাগুলো বিনামূল্যে পেতে সাহায্য করে থাকে। তারা বলেছেন যে, এএনসি কার্ড সরবরাহের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মীরা কোভিড-১৯ এর কাজে ব্যস্ত আছেন, যা গর্ভবতী নারীদের ঝামেলায় ফেলেছে।

পারিবারিক পরিকল্পনার পদ্ধতি হিসাবে গর্ভনিরোধক ইনজেকশন গ্রহণকারী প্রতিবন্ধী নারীরা এই ইনজেকশনগুলো পাওয়া যাচ্ছে না বলে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা বলেছেন যে, বর্তমান মহামারীর কারণে হাসপাতালগুলোকে আইসোলেশন সেন্টারে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং তাদের এলাকায় রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, সেখানকার সবাই কোভিড-১৯ রোগীদের জন্য জরুরি পরিষেবা সরবরাহে ব্যস্ত।

প্রতিবন্ধী কিশোরী মেয়েরা ঋতুস্রাবের স্বাস্থ্যবিধি এবং স্যানিটারি ন্যাপকিন পাওয়ার বিষয়ে তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তারা বলেছেন যে, অর্থের অভাবে তাদের মায়েরা তাদের জন্য স্যানিটারি ন্যাপকিন কিনতে পারছেন না এবং এর পরিবর্তে তারা মেয়েদের কাপড় ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন ট্রান্সলেটরস উইদাউট বর্ডার্স এর সহযোগিতায় *‘হোয়াট ম্যাটার্স’* বা *যা জানা জরুরি* নামে আরও একটি নিয়মিত বুলেটিন প্রকাশ করে থাকে, যেখানে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা সঙ্কটের সাথে জড়িত জনগোষ্ঠীর কোভিড-১৯ সংক্রান্ত মতামত ও উদ্বেগগুলো বিশ্লেষণ করা হয়। সংযোগ-এর ওয়েবসাইটে এই বুলেটিনগুলো পাওয়া যাবে।

কমিউনিটি এঙ্গেজমেন্ট ও অ্যাকউন্টিবিলিটির জাতীয় প্ল্যাটফর্ম-‘সংযোগ’ এর পক্ষ থেকে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি যৌথ উদ্যোগে এই বুলেটিনটি তৈরি করেছে। হটলাইন, মোবাইল ফোন সাক্ষাৎকার, সরাসরি যোগাযোগ, আলোচনা এবং স্বেচ্ছাসেবকদের কাছ থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের ভিত্তিতে এই সংস্করণটির তথ্যগুলো সংযোজিত হয়েছে। বিশ্লেষণধর্মী মতামতগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে বিডিআরসিএস, ভিএআরডি (সিলেট), উত্তোরণ (খুলনা), ঢাকা আহসানিয়া মিশন (ঢাকা), রেডিও সারাবেলা (গাইবান্ধা), উইমেন উইথ ডিজ্যাবিলিটিজ ফাউন্ডেশন (কুমিল্লা), অগ্রদূত প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সঞ্চয় সমিতি ও ঋণদান সমবায় সমিতি লি: (ময়মনসিংহ) এবং এএফএডি (কুড়িগ্রাম) এর কাছ থেকে।